৪২

২০.১২.২০২৩

ডি পি

কলকাতা হাইকোর্টের সাংবিধানিক রিট আপিলের এখতিয়ার

২০২৩ সালের ডবলু. পি. এ. ২৬১১০

ঝর্ণা সু র

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

শ্রী রণনীশ গুহ ঠাকুরতা,

শ্রীমাতি সেজুঁতি সেনগুপ্ত,

মিসেস দীপা রায়।

... আবেদনকারীর জন্য

শ্রী দীপক কুমার মুখোপাধ্যায়,

শ্রী রাজীব মুখার্জি,

শ্রী শ্রেয়াসী ভাদুড়ি।

... ভাটপাড়া পৌরসভার জন্য

শ্রী আমিতাভ চৌধুরি

শ্রী সম্রাট পাল

.....রাজ্যের জন্য

প্রতিপক্ষে হলফনামা এবং উত্তরের হলফনামা আজ আদালতে দায়ের করা মামলাগুলো নথিভুক্ত করা হয়েছে।

১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের ভাটপাড়া পৌরসভার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত গ্রাচুইটি বিলম্বিত পরিশোধের কারণে সুদ প্রদানের জন্য আবেদনকারীর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন বাতিল করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আবেদনকারী ২০১৬ সালে ভাটপাড়া পৌরসভার একজন কর্মচারী হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন এবং আবেদনকারী এই আদালতে একটি অবমাননার জন্য আবেদন দায়ের করার পরেই ২০২৩ সালে পারিতোষিকের পরিমাণ পান। অবমাননার হুমকিতে আবেদনকারীর পারিতোষিকর পরিমাণ ছেড়ে দেওয়া হয়।

পৌরসভাকে পারিতোষিক সহ অবসরকালীন বকেয়া পরিশোধের নির্দেশ দিয়ে আবেদনকারীর দায়ের করা আগের রিট আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। সুদ মঞ্জুর করার প্রশ্নটি উন্মুক্ত রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং আদালত সিদ্ধান্ত নেয়নি। অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তির সময় আবেদনকারীকে আইন অনুযায়ী বিলম্বিত পারিতোষিক প্রদানের সুদ দাবি করার পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এরপর আবেদনকারী সুদ পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। একই 'মুকুবের মতবাদ এবং এস্টপেল/ বাদবন্ধ' নীতির উপর নির্ভর করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

পৌরসভা পারিতোষিক বিলম্বিত পরিশোধের কারণে সুদের জন্য প্রার্থনার তীব্র বিরোধিতা করে। পৌরসভা হলফনামা দাখিল করেছে - বিরোধিতা দাবিত্যাগ এবং এস্টপেলের নীতির উপর নির্ভর করে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে পূর্বের অনুষ্ঠানে আবেদনকারীর উল্লিখিত প্রার্থনা আদালত কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায়, আবেদনকারীকে সুদ পরিশোধের বিষয়টি উত্থাপন করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে৷ এটা নিতে হবে যে আবেদনকারী তার সুদ দাবি করার অধিকার মুকুব করেছেন।

উল্লিখিত দাখিলের সমর্থনে, পৌরসভারত বি.এস.এন. এল এবং অন্যান্য-এর বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়ের উপর নির্ভর করে। বি. এস. এন. এল বনাম সুভাষ চন্দ্র কাঞ্চন ও এ. এন. আর। রিপোর্ট ২০০৬ (৮) সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টস ২৭৯ অনুচ্ছেদ ২০.

উল্লিখিত বিষয়ে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৩ বিধি ১ এর উপর নির্ভর করেছিল এবং বলেছিল যে একজন ব্যক্তির আইনগত অধিকার থাকতে পারে তবে যদি এটি মুকুব করা হয় তবে তা কার্যকর করার জন্য জোর দেওয়া যাবে না।

পৌরসভার মতে, আবেদনকারী সুদ দাবি করার অধিকার মকুব করেছেন এবং সেই অনুযায়ী, এই পর্যায়ে সুদের জন্য প্রার্থনা করা যাবে না।

দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ১৪ বিধি ২ এর বিধানের উপরও নির্ভর করা হয়েছে।

আমি উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে দাখিল করা বক্তব্য শুনেছি এবং বিবেচনা করেছি। আদালত পূর্বের রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করার সময় স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেছে যে পারিতোষিক দাতব্য নয় এবং এটি কর্মচারীর এনটাইটেলমেন্ট। আদালত এই বিষয়টির দিকে খেয়াল করেছেন যে তহবিলের স্বল্পতার কারণে আবেদনকারীর টার্মিনাল বকেয়া মুক্তি দেওয়া যায়নি। আদালত পৌরসভাকে তহবিল মুক্তির জন্য সরকারের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

আদালত আরও রেকর্ড করেছে যে তহবিল প্রকাশের বিষয়ে রাজ্য এবং পৌরসভার মধ্যে ঝগড়া তার গ্রাচুইটি পাওয়ার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে না। একইভাবে নিপীড়নমূলক, হয়রানিমূলক এবং প্রবীণ নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘনকারী।

আদালত এই সত্য সম্পর্কে সচেতন ছিল যে পৌরসভা প্রান্তিক বকেয়া মুক্তির জন্য তহবিলের অভাবের আবেদন করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে, আদালত পৌরসভাকে মূলধন প্রদানের সাথে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় এবং আদালত সুদের বিষয়টি উন্মুক্ত রেখে দেয়। আদালত কখনোই সুদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি। আদালত সচেতন ছিল যে কর্মচারী সুদের সাথে পরিমাণ পাওয়ার অধিকারী কিন্তু আদালত প্রথমে পৌরসভাকে মূলধন প্রদানের অনুমতি দিতে চেয়েছিলেন এবং তারপরে সুদের অংশের সাথে লেনদেন করতে চেয়েছিলেন।

অবমাননার আবেদন নিষ্পত্তির সময়, আদালত আবেদনকারীকে স্বার্থ দাবি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেন। আবেদনকারীর স্বার্থ দাবি করার অধিকার আদালত কখনই বন্ধ করে দেয়নি। বিপরীতে, পরবর্তী কার্যধারায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি খোলা রেখে দেওয়া হয়েছিল।

দেখা যায় যে কর্মচারী অনেক আগেই অবসরে গেছেন এবং গ্রাচুইটি প্রদানের পরই আবেদনকারী রিট পিটিশন দায়ের করার পরে অবমাননার আবেদন করে। টার্মিনাল পেমেন্ট করতে বিলম্বের কারণে নিয়োগকর্তা সুদ দিতে বাধ্য। নিয়োগকর্তার একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর টার্মিনাল বকেয়া উপর বসার কোন অধিকার নেই কারণ নিয়োগকর্তার মত ইচ্ছা এবং সুবিধা অনুসারে কর্মচারীর অনুকূলে বিতরণ করা নিয়োগকর্তার হাতে অনুগ্রহ নয়।

ভারতের সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের অধীনে পৌরসভা একটি 'রাজ্য' হওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীকে তার আইনি বকেয়া থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা উত্থাপন করা উচিত নয়। রাজ্যের একটি অঙ্গ হওয়ায় পৌরসভাকে একজন মডেল নিয়োগকর্তা হিসাবে কাজ করা উচিত এবং কর্মচারীকে তার অবসর গ্রহণের সাথে সাথে তার বকেয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, কর্মচারী অবসর নেওয়ার অনেক পরে গ্রাচুইটি ছেড়ে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় পৌরসভাকে সুদ পরিশোধ করা হবে না বলে দাখিল করতে শোনা যাচ্ছে না।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, প্রত্যাখ্যানের অপ্রকৃত আদেশ একপাশে সেট করা হয়। পৌরসভাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তারিখ থেকে প্রকৃত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত গ্রাচুইটি পরিমাণের উপর @১০% বার্ষিক সুদ দিতে হবে। যদি আজ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ প্রদান করা না হয় তবে পৌরসভা কর্মচারীকে ৩% অতিরিক্ত সুদ দিতে বাধ্য থাকবে।

বার্ষিক অর্থাৎ ১০ + ৩ = ১৩ % বার্ষিক গ্রাচুইটির বিলম্বিত অর্থপ্রদানের কারণে প্রকৃত অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত প্রদেয় হওয়ার তারিখ থেকে বকেয়া পরিমাণে গণনা করতে হবে।

রিট আবেদন নিষ্পত্তি হয়।

এই আদেশের জরুরী প্রত্যয়িত প্রতিলিপি, যদি আবেদন করা হয়, স্বাভাবিক আইনী আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে পক্ষগুলিকে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি অমৃতা সিনহা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।